দৈনিক বাংলা

তারিখ ২৫/১০/৮১
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম ... ...

৭২

রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজে ভর্তি

গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকটি কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, পর্যায়ক্রমে বেসরকারী কলেজগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। এ ধরনের দাবী শিক্ষা সমিতির পক্ষ হতে দীর্ঘদিন ধরে করা হচ্ছিল। এবং সরকারও সম্মত হয়েছিলেন নীতিগতভাবে।

তবে রাষ্ট্রায়ত্তকরণ খুব একটা সহজ হয়নি। কিছুদিন যাবত এই রাষ্ট্রায়ত্তকরণ নিয়ে আবার হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। এই হৈ চৈ হচ্ছে এই কলেজগুলির শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের চাকরি আত্মীকরণ নিয়ে। জানা গেছে, দীর্ঘ আলোচনার পর এ ব্যাপারে একটা সমঝোতার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

এর পরেও নাকি সমস্যা দেখা দিয়েছে ভিন্ন ক্ষেত্রে। প্রধানত তিন ভাগে এই সমস্যা ভাগ করা যায়—(১) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বদলী, (২) শূন্যপদ পূরণ, (৩) ছাত্র ভর্তি।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বেসরকারী কলেজের শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন একই স্থানে স্থায়ীভাবে শিক্ষকতা করছিলেন। এই কলেজগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় শিক্ষকদের বদলীর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই বদলী নিয়ে মন কষাকষি এবং চেষ্টা-তদ্বির হচ্ছে। কোথাও বদলীর নির্দেশ নিয়মিত কার্যকরী হচ্ছে না। শিক্ষকেরা আসা-যাওয়ার মধ্যে আছেন। ছাত্রদের পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে।

বহু নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজে আবার পুরান সরকারী কলেজের শিক্ষকরা যেতে চাচ্ছেন না। ফলে বহু পদই শূন্য থেকে যাচ্ছে মাসের পর মাস। পুরান কলেজ আঁকড়ে থাকার প্রবণতা নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজের ছাত্রদের অসুবিধা সৃষ্টি করছে।

সবচেয়ে অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে ভর্তি নিয়ে। দেখা যাচ্ছে আস্তে আস্তে নতুন রাষ্ট্রায়ত্ত কলেজগুলিতেও ছাত্রভর্তি সীমিত করা হচ্ছে। এই ধরনের অনেক কলেজেই এক সময় হাজার হাজার ছাত্র ভর্তি করা হতো এবং বিভিন্ন এলাকায় উচ্চ শিক্ষার একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় সীমিত সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। পুরান সরকারী কলেজগুলির মত নিয়ম-কানুন করা হচ্ছে ভর্তির ব্যাপারে।

আমরা জানি যে সকল সরকারী কলেজেই এক নিয়ম চালু হবে। কিন্তু নিয়ম চালুর নামে ভর্তি সীমিত করলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে বলে আমরা মনে করি। আমরা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এককালে সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে বেসরকারী উদ্যোগে এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হয়েছিল। অনেক ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টা ছিল এর পেছনে। রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নামে এ সকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সীমিত করলে সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে বলে আমরা মনে করি।